❋ বাল্মীকি ❋

--- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

■ **কবি-পরিচিতি ঃ** *বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য স্রষ্টার নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন উকিল ও মাতা জাহ্নবী দেবী। মেধাবী মধুসূদন খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করলে হিন্দু কলেজ থেকে তিনি বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথম বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' ইত্যাদি। তিনি কাব্যের পাশাপাশি নতুন ধারার অনেকগুলি নাটক লেখেন। এই মহাকবির মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন।*

■ **পাঠ প্রস্তাবনা ঃ** কবি মধুসূদন কল্পনার দৃষ্টিতে নারদ ও দস্যু রত্নাকরের সাক্ষাতের দৃশ্য রচনা করেছেন চর্তুদশপদী কবিতার মাধ্যমে। বর্ণনার বিষয়বস্তু রত্নাকরের ঋষিত্ব লাভ ও পরে রামায়ণ রচনা করে কবিকুল-পতি হওয়া। এটি একটি সনেট।

স্বপনে ভ্রমিণু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব একজন
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র রণে।
"চাহিস বধিতে মোরে কিসের কারণে?"

Scanned with CamScanner

জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন",
উত্তরিলা যুব-জন ভীম গরজনে।—
পরিবর তিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণবীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি ;
সে দুরন্ত যুব-জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবিকুল-পতি।

Scanned with CamScanner

■ **শব্দার্থ ঃ গহন**—গভীর। **কাননে**—বনে। **যুব**—যুবক। **প্রাচীন**—বৃদ্ধ। **দ্রোণ**—দ্রোণাচার্য, কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু। **রণে**—যুদ্ধে। **দ্বিজবর**—ব্রাহ্মণ। **বাক**—কথায়। **বধি**—হত্যা করে। **হরি**—হরণ করা। **ভীম**—ভীষণ। **ভারতী**—দেবী সরস্বতী। **করে**—হাতে। **বরে**—আশীর্বাদে।

Scanned with CamScanner